কালের কণ্ঠ

তারিখ : 08 JAN 2014
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৫ ...

ভোটবিরোধীদের আগুন ৫৩১ স্কুলে

'এইটা তো আমার স্কুল না'

নিজস্ব প্রতিবেদক ▶

উদাস মনে পুড়ে যাওয়া বিদ্যালয়ের দিকে তাকিয়ে আছে রেবেকা আকতার। নতুন বছরে নতুন বই নিয়ে প্রথম দিন বিদ্যালয়ে এসে হতভম্ব হয়ে গেছে শিশুটি। কোথায় তার প্রিয় স্কুল? কোথায় নতুন শ্রেণী, নতুন ক্লাসরুম? সব যে পুড়ে অঙ্গার! ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছাইয়ের দিকে চোখ রেখে হঠাৎ রেবেকা বলে ওঠে, 'এইটা তো আমার স্কুল না। আমার স্কুল কই?' উপস্থিত শিক্ষক-শিক্ষার্থী কেউ এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারেনি। গত সোমবার গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার উত্তর মরুয়াদহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে এমনই মন খারাপ করা দৃশ্য দেখা যায়। শুধু গাইবান্ধা নয়, ৫ জানুয়ারির নির্বাচন ঠেকানোর নামে এভাবে সারা দেশেই কয়েক শ প্রতিষ্ঠানে এমন নাশকতা চালানো হয়। ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানের প্রায় সব গতকাল মঙ্গলবার পর্যন্ত শিক্ষাদানের উপযোগী করা সম্ভব হয়নি।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর দক্ষিণখানের ফায়েদাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের বলেন, নির্বাচন প্রতিরোধের নামে ৫৩১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দুর্বৃত্তরা আগুন দিয়েছে। মন্ত্রী জানান, প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী সারা দেশে ৪১৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৮২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২১টি মাদ্রাসা ও ৯টি কলেজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'বিএনপির প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াত-শিবির একাত্তরের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে আন্দোলনের আড়ালে সন্ত্রাস ও নাশকতা চালাচ্ছে।'

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন জানিয়েছেন, কতসংখ্যক প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা আগামী বৃহস্পতিবারের মধ্যে জানানোর জন্য মাঠপর্যায়ে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। এদিকে শিক্ষা খাতের এ ক্ষতি নিরূপণ ও ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার কৌশল নির্ধারণের জন্য গত সোমবার সচিবালয়ের দপ্তরে বৈঠক করেছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। বৈঠকে শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে শিক্ষামন্ত্রী ▶▶ পৃষ্ঠা ৭ ক: ৬

'এইটা তো আমার স্কুল না'

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

কালের কণ্ঠকে জানান, ক্ষতির পরিমাণ চিহ্নিত করে করণীয়সহ পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট আগামী সোমবারের মধ্যে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী জানান, প্রাথমিক তথ্য অনুসারে পুড়ে যাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ৮০ শতাংশ হচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়।

বিভিন্ন সূত্র মতে, গত শুক্রবার রাত থেকে অন্তত ৩৫ জেলায় এ সহিংসতা চালানো হয়। আগুনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি পুড়ে গেছে নতুন বই ও শিক্ষা উপকরণ। অনেক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাকার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার মতো কিছু অবশিষ্ট নেই। ফলে নতুন বছরের শুরুতেই হোঁচট খায় শিক্ষাব্যবস্থা।

ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলোর একটি গাইবান্ধা। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আমিরুল ইসলাম জানান, গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় ২৫টি, সুন্দরগঞ্জে ১৭, সদর উপজেলায় ছয়, পলাশবাড়ীতে ১৯ ও সাদুল্যাপুরে ১৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বেঞ্চ ও শিক্ষা উপকরণ পুড়ে যাওয়ায় শিক্ষার্থীদের পাঠদান শুরু করা যায়নি জানিয়ে তিনি বলেন, স্থানীয় শিক্ষা কর্মকর্তাদের স্কুল পরিচালনা কমিটি, উপজেলা প্রশাসন ও শিক্ষকদের সহায়তায় পাঠদানের পরিবেশ ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিতে বলা হয়েছে।

'ডর ডর লাগে' : 'আমরার স্কুলের ত সব পুইড়া শেষ। স্যারেরার বওনের জাগা নাই, বইও পুইড়া গেছেগা। টিনের চাল অ নষ্ট অইছে। অহন আমড়া ক্লাস করুম ক্যামনে। আগুন লাগানের পর থেইক্কা আমরার ডর ডর লাগে।' ধরা গলায় বলছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার নাটাই (উত্তর) ইউনিয়নের ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যায়ের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী সীমা আক্তার। প্রতিষ্ঠানটির চারটি কক্ষের আসবাবপত্র, বই, শিক্ষা উপকরণসহ টিনের চালা নষ্ট হয়ে গেছে। প্রধান শিক্ষক আব্দুল কাদির বলেন, দ্রুত মেরামত করা না হলে ক্লাস করা সম্ভব হবে না।

বই পাওয়া হলো না : সোমবার দুপুর ১২টা। রাজশাহী চারঘাট উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা সারদা উচ্চ বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায় বহ্নুৎসবের করুণ দৃশ্য। সেনিপাকা কক্ষগুলোয় ছাইভস্ম তখনো পড়ে আছে। বাতাসে তখনো কাঠপোড়া গন্ধ। চালের টিনের কোনো কোনোটি পুড়ে কালো হয়ে আছে। আবার কোনো কোনোটি পুড়ে বড় বড় ফুটো হয়ে গেছে। কোনো কোনোটির অর্ধেকই প্রায় নেই। এ অবস্থায় দুপুর ১২টার দিকে শিক্ষকরা বিদ্যালয় ছুটি ঘোষণা করে বাড়ি ফিরে যান। এরপর শিক্ষার্থীদের কেউ কেউ মাঠে ক্রিকেট খেলছিল, অনেকেই দাঁড়িয়েছিল মন খারাপ করে।

সবেমাত্র প্রাইমারির গণ্ডি পেরিয়ে উচ্চ বিদ্যালয়ে পা রাখা ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থী সুমন কুমার জানায়, গত বৃহস্পতিবার থেকে তাদের স্কুলে বই দেওয়া শুরু হয়। শনিবার সকালেই সুমনের বই পাওয়ার কথা ছিল। ওই দিন সকালে স্কুলে এসে সুমন দেখে, তাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান, স্বপ্নের নতুন বই কিছুই আর অক্ষত নেই। রোববার ছাইভস্ম সরিয়ে অক্ষত থাকা দুটি কক্ষে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলাম কালের কণ্ঠকে বলেন, চারটি শ্রেণীকক্ষ পুড়ে যাওয়ায় ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস করানো যাচ্ছে না।

গাইবান্ধার পলাশবাড়ী উপজেলার বিশ্রামগাছি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রধান শিক্ষিকা মঞ্জুয়ারা বেগম জানালেন, পাঁচ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে জানিয়ে স্কুলটি সংস্কারের আবেদন করা হয়েছে।

পুড়ল জুনিয়র হাই স্কুলের স্বপ্ন : আশপাশের হাই স্কুল না থাকায় ফেনী দাগনভূঞার গজারিয়া 'আদর্শ একাডেমি'কে জুনিয়র হাই স্কুলে উন্নীত করার স্বপ্ন ছিল এলাকাবাসীর। আগুনে অবকাঠামোই শেষ হয়ে গেছে। স্কুল পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মতিন ভূঞা জানান, এলাকাবাসীর সহায়তায় গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানটির ১০ থেকে ১২ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। পরিচালনা কমিটির সদস্য আলমগীর বলেন, জুনিয়র করা তো দূরের কথা, এখন স্কুল টিকিয়ে রাখা যাবে কি না তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র রুবাইয়াৎ হোসেন বলে, 'আমি নতুন বই পেলাম। আর স্কুলও পুড়িয়ে দেওয়া হলো।' ফেনীতে দাগনভূঞা উপজেলার সাতটি স্কুল ও সোনাগাজীর তিনটি স্কুল আগুনে পুড়িয়ে দেয় দুর্বৃত্তরা।

অস্তিত্ব সংকটে : মাত্র দুই বছর আগে পাঠদানের অনুমতি পেয়েছিল কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরীর খামার হাসনাবাদ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এলাকাবাসীর সহায়তায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছিল। শিক্ষকরা ঠিকমতো বেতন-ভাতা পান না। স্কুলঘর মেরামতের প্রশ্নও নেই বরাদ্দ বা তহবিল। টিনশেড স্কুলঘরটি পুড়িয়ে দেওয়ায় শিক্ষক-অভিভাবক-শিক্ষার্থী সবাই মুষড়ে পড়েছে বলে জানায় স্কুলের প্রধান শিক্ষক জহুরুল হক।

শিক্ষার্থীরা আতঙ্কিত : রংপুর সদর আসনের আক্কেলপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোজেমা খাতুন জানান, ২ জানুয়ারি বই উৎসবের দিন কিছু শিক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিল। প্রথম শ্রেণীতেও ভর্তি বাকি। ফলে অনেক বই বিতরণের বাকি থাকে এবং সোমবার সেসব বই দেওয়ার কথা ছিল। মোজেমা খাতুন বলেন, 'আজ (সোমবার) ছেলেমেয়েরা স্কুলে এসে ধ্বংসযজ্ঞ দেখে ভয় পাচ্ছিল। পোড়া বইপত্র আর চেয়ার-টেবিল দেখেও তাদের মনে অনেক প্রশ্ন।' রংপুরের তিন আসনের অন্তত ৩০টি ভোটকেন্দ্রে আগুন দেয় জামায়াত-শিবিরসহ ১৮ দলীয় জোটের নেতা-কর্মীরা।

ভয়ে স্কুলে আসা বন্ধ : 'হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিকাণ্ডে বিদ্যালয়ের যে অবস্থা তাতে ক্লাস নেওয়া দূরের কথা শিক্ষকদের বসারই জায়গা নেই।' বলছিলেন যশোরের দুর্বাডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জি এম মাকসুদুর রহমান। মণিরামপুরে অর্ধশতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আগুন দেওয়া হয়। এ ঘটনার পর অনেক শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে আসতে ভয় পাচ্ছে বলেও জানা যায়। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুর রব জানান, এ ঘটনায় শিক্ষার্থীদের পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে।

ঝিনাইদহে মহেশপুর উপজেলার গাড়াবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কোটচাঁদপুর মামুনশিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ফুলবাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গাড়াবাড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শুকুমার দে বলেন, 'বিদ্যালয়ের টিনশেডের পাঁচটি রুম সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। অফিসে আমার ব্যক্তিগত ফাইলে রাখা প্রথম নিয়োগপত্রের মূল কপিও পুড়ে গেছে। বিদ্যালয়ের ২৮০ জন শিক্ষার্থীর বসার কোনো জায়গা নেই। অক্ষত নতুন ভবনের দুই রুমে ঠাসাঠাসি করে দুই সিফটে কোনো রকম ক্লাস নেওয়া হচ্ছে।' মামুনশিয়া গ্রামের অভিভাবক রনিজ উদ্দিন বলেন, বেশির ভাগ ছেলেমেয়ে এখন স্কুলে যেতেও ভয় পাচ্ছে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার দীলিপ কুমার বনিক বলেন, মহেশপুর একটি ও কোটচাঁদপুর দুটি স্কুল সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যারা আগুন দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করার প্রস্তুতি চলছে বলেও তিনি জানান।

সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজার উপজেলার রামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, পোড়ানো কক্ষ থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সুপ্রভা রাণী কর বলেন, রাজনৈতিক ক্ষোভ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপর মিটিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এলাকাবাসী এগিয়ে আসায় স্কুল ভবনটি রক্ষা পেয়েছে বলেও তিনি জানান। জেলার ধরমপাশা উপজেলার গড়াকাটা প্রাথমিক বিদ্যালয়েও আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। দুটি প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। সোমবার দুপুর পৌনে ১২টায় রাজশাহী ব্যুরোর রফিকুল ইসলাম, রংপুরে নিজস্ব প্রতিবেদক স্বপন চৌধুরী, গাইবান্ধা প্রতিনিধি অমিতাভ দাশ হিমুন, ফেনী প্রতিনিধি আসাদুজ্জামান দারা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি বিশ্বজিৎ পাল বাবু, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি এম সাইফুল মাবুদ, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি আব্দুল খালেক ফারুক, সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি শামস শামীম ও মনিরামপুর প্রতিনিধি মোহাম্মদ বাবুল আকতারের পাঠানো তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি।